দৈনিক বাংলা

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

167

তারিখ 07 FEB 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 8

29

ডাকসু নির্বাচনঃ প্রচারণার শেষ দিনে বর্ণাঢ্য মিছিল

116

(স্টাফ রিপোর্টার)

মিছিলে ভাষণে শ্লোগানে শ্লোগানে কাঁপছিল ক্যাম্পাস। বিশাল মিছিল, বিরাট শোভাযাত্রা। নেচে নেচে ওরা গাইছিলেন নির্বাচনী কোরাস। কখনও বেজে ওঠে সানাই, কখনও ব্যান্ডের তাল। কেউ চান ভোট, কেউ বিলি করেন প্রচার পত্র আবার কেউবা ছিটিয়ে দেন ফুলের পাঁপড়ি। গতকাল ডাকসু নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচারণা এমনিভাবে শেষ হয়। শেষ দিনের প্রচারণার চমক অনেককেই তাক লাগিয়ে দেয়।

আগামীকাল বুধবার ডাকসু এবং ১৩টি হল সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনী আচরণবিধি অনুযায়ী আজ মঙ্গলবার সকাল আটটা থেকে সকল প্রকার প্রচারণা বন্ধ।

গতকাল প্রচারণার শেষ দিন হওয়ায় বিভিন্ন ছাত্র জোট এবং সংগঠন পুরো শক্তি নিয়ে প্রচারে নামে। হলগুলো ছিল প্রায় ফাঁকা। আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীরা ক্যাম্পাসে ভিড় জমান।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের 'সুলতান-মুশতাক' পরিষদের কেন্দ্রীয় পরিচিতি সভা হয় বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায়। মোহাম্মদ তাহেরউল্লাহর সভাপতিত্বে এতে ডাকসুর প্যানেল পরিচিত করান জহিরউদ্দিন স্বপন

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ মনোনীত সুলতান-মুশতাক পরিষদের মিছিল —দৈনিক বাংলা

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল মনোনীত দুদু-রিপন পরিষদের মিছিল —দৈনিক বাংলা

ডাকসু নির্বাচন

(প্রথম পৃঃ পর)

এবং হল সংসদের প্যানেল পরিচিতি দেন মোস্তফা ফারুক। বিশাল এ সমাবেশে বক্তৃতা করেন নাজমুল হক প্রধান, আবেদ রাজা ও আবদুর রহমান।

সংগ্রাম পরিষদ নেতারা বলেন, ডাকসু-নির্বাচনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সাম্প্রদায়িকতার বিপক্ষে এবং গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তির পক্ষে রায় দেবে। আর এ রায় সংগ্রাম পরিষদের পক্ষেই যাবে বলে তাঁরা উল্লেখ করেন। তাঁরা আরও বলেন, অস্ত্রমুক্ত শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠাও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের লক্ষ্য। প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার সময় বাদ্যযন্ত্র বাজছিল, অনেক সমর্থক নৃত্যের ভঙ্গীতে শ্লোগান দিচ্ছিলেন। সমাবেশের পর সংগ্রাম পরিষদের মিছিল ক্যাম্পাস এলাকা প্রদক্ষিণ করে।

প্রচারণার শেষ দিনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল একটি বিশাল শোভাযাত্রা বের করে। ছাত্রদলের "দুদু-রিপন" পরিষদের সমর্থনে কলাভবন প্রাঙ্গন থেকে বেরিয়ে এ শোভাযাত্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে। অগ্রভাগে অর্ধশতাধিক মটর সাইকেল এবং পেছনে ঘোড়ারগাড়ি ও রিকশার বিপুল সংখ্যক কর্মি-সমর্থকের বহন করা ব্যানার-ফেস্টুনে মিছিলটি ছিল বর্ণাঢ্য। মাথায় রঙ্গীন ব্যান্ড বাঁধা সমর্থক-কর্মিরা ঝুমঝুমি ও করতাল বাজিয়ে নৃত্যের ভঙ্গীমায় শ্লোগান দিচ্ছিলেন। বর্ণাঢ্য এ মিছিল সবার দৃষ্টি কেড়ে নেয়।

ছাত্রদল মিছিল শেষে কার্জন হল লনে প্যানেল পরিচিতি সভা করে। এতে ডাকসুতে ভিপি প্রার্থী শামসুজ্জামান দুদু এবং জিএস প্রার্থী আসাদুজ্জামান রিপন বক্তৃতা করেন। তাঁরা বলেন, ছাত্রসমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং আধিপত্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের লক্ষ্যে ছাত্রদল ডাকসুতে অংশ নিচেছ। ছাত্রদলের পক্ষে ছাত্রসমাজের জোয়ার লক্ষ্য করে বিভিন্ন মত ও পথের ১৪টি সংগঠন এক হয়েছে। ছাত্রদল ইতিমধ্যেই নৈতিক ভাবে জয়লাভ করেছে বলে তাঁরা মন্তব্য করেন।

ছাত্র ফেডারেশন অদের ফয়জুল-ফারুক পরিষদের সমর্থনে মিছিল করে। বিকালে ডাকসু কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের ডাকসুতে ভিপি প্রার্থী ফয়জুল হাকিম বলেন, গত ছয় বছরের আন্দোলনে প্রমাণ হয়েছে বুর্জোয়া রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তিনি তাঁর পরিষদের পক্ষে রায় প্রদানের আহবান জানান। ছাত্রলীগ (ন-আ) তাদের আক্রম-রেজা পরিষদের সমর্থনে মিছিল করে। বকর-মইন পরিষদও গতকাল মিছিল করেছে।

বাংলা ছাত্রলীগের ১২ জন সাবেক ছাত্রনেতা 'দুদু-রিপন' পরিষদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। ছাত্রলীগ (শা-সে) সমর্থন জানিয়েছে 'সুলতান-মুশতাক' পরিষদের প্রতি।

এদিকে ডাকসু নির্বাচনের প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন। আগামীকাল সকাল আটটা থেকে বিরতীহীনভাবে বেলা দুটা পর্যন্ত ডাকসু এবং ১৩টি হল সংসদের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। কর্তৃপক্ষ নির্বাচন উপলক্ষে অদ্য সকাল আটটার পর ক্যাম্পাসে এবং ছাত্রাবাসে বহিরাগতদের অবস্থান নিষিদ্ধ করেছেন। এ নির্দেশ অমান্যকারীকে পুলিশে সোপর্দ করা হবে। গতকাল সন্ধ্যা থেকে রিকশা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা দিয়ে অন্যান্য যানবাহন চলাচল পুলিশ বন্ধ করে দেয়।

শান্তি রক্ষার আবেদন

ডাকসু নির্বাচনের প্রাক্কালে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর আব্দুল মান্নান এক বিবৃতিতে ডাকসু নির্বাচনের প্রার্থীদের অভিনন্দন জানান।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারকালে গণতন্ত্রের চর্চা ও পরমত সহিষ্ণুতার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা অনুকরণীয়। তিনি নির্বাচন চলাকালে শান্তি শৃংখলা রক্ষার জন্যে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এক বিবৃতিতে বলেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা গণতান্ত্রিক চেতনাবোধকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে যে সহনশীলতা, ধৈর্য ও শান্তিপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে নির্বাচনে অংশ নিচেছ তা সত্যিকার গণতান্ত্রিক নির্বাচনের উদাহরণ সৃষ্টি করছে।

শিক্ষক সমিতি আশা প্রকাশ করেছে যে, নির্বাচনকালীন সময়ে এবং তার আগে ও পরে একইভাবে ছাত্ররা সুষ্ঠু সুশৃংখল নির্বাচন-পরিবেশ বজয় রেখে এবং নির্বাচন উত্তরকালে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে জাতিকে দিক-নির্দেশনা দেবে। শিক্ষক সমিতি নির্বাচনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করেছে।

ব্যালট পেপার

ডাকসু এবং ১৩টি হল সংসদ নির্বাচনের জন্যে ৯৪টি ব্যালট-বাক্স তৈরি করা হয়েছে। ডাকসুর জন্যে ছাপানো হয়েছে ২২ হাজার ব্যালট-পেপার। তবে হল সংসদ নির্বাচনে যত ভোটার তত সমান সংখ্যক ব্যালট-পেপার ছাপানো হয়েছে। নির্বাচন কমিশন এ তথ্য জানিয়েছে।

উল্লেখ্য, ডাকসু নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা প্রায় ২৬ হাজার। ভোটার সংখ্যার চাইতে ব্যালট-পেপার কম ছাপানোর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে কমিশনের একজন কর্মকর্তা বলেন, গত ডাকসু নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের হারের দিকে লক্ষ রেখেই ব্যালট-পেপার ছাপানো হয়েছে। ৮২ সালে অনুষ্ঠিত ডাকসু নির্বাচনে ১৭ হাজার ৩ শ ভোটারের মধ্যে ৯ হাজার ৫৮৮টি ভোট পড়ে। প্রদত্ত ভোটের হার ছিল ৫৫ দশমিক ৪২ শতাংশ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ধ ছাত্র-ছাত্রীরা প্রিজাইডিং অফিসারের সহায়তায় ভোট দেবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। ভোটারদের আঙুলে অমোচনীয় কালি দেয়া হবে বলেও কমিশন জানায়।